ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

◀◀ এক সিনেমায় শাহরুখ-যশ?

পৃঃ ৫

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ইনজুরিতে ছিটকে ▶▶ গেলেন রোনালদো, মুখোমুখি হচ্ছেন না মেসির

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৩৬ ● কলকাতা ● ২২ মাঘ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ০৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

জল জীবন মিশন নিয়ে
তীব্র ক্ষোভ মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জল জীবন মিশন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র। শর্তসাপেক্ষে এই প্রকল্পে ৯৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সোমবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেন্দ্রের বরাদ্দ নিয়েও তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কারণ, এই প্রকল্প বাস্তবায়নে জমি নির্বাচন থেকে পরবর্তীকালে সংস্কার পুরোটাই করতে হয় রাজ্যকে। ওইদিনই রেড রোডের ধরনামঞ্চ থেকে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে তিনি মনে করিয়ে দেন, জমি কেনা থেকে শুরু করে, রক্ষণাবেক্ষণ সবটাই করে রাজ্য সরকার। তার উপর কেন্দ্র যে টাকা বরাদ্দ করে সমপরিমাণ অর্থও খরচ করে রাজ্য। তা সত্ত্বেও এই প্রকল্প রূপায়ণের যাবতীয় কৃতিত্ব দাবি করে কেন্দ্র লাগাতার প্রচার চালায়। সোমবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকেও সেই একই কথা আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপর ৩ পাতায়

রাজভবনের মদতেই গ্রেপ্তারি!
ঝাড়খণ্ডে আস্থাভোট চলাকালীন ইডিকে তোপ হেমন্তের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজভবনের মদতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে! বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন হেমন্ত সোরেন। সোমবার ঝাড়খণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চম্পাই সোরেনের শক্তি প্রদর্শন। সেখানেই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন হেমন্ত। ইডি হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও এদিন ঝাড়খণ্ডের আস্থাভোটে হাজির থাকার অনুমতি পেয়েছেন রাজ্যের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় বক্তব্য রাখার সুযোগ পেতেই ইডি , বিজেপি, রাজ্যপাল সকলের বিরুদ্ধেই বিস্ফোরক হয়ে ওঠেন ঝাড়খণ্ডের সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, “৩১ জানুয়ারি রাতে দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতের ইতিহাসে কালো দিন হিসাবে লেখা থাকবে এই দিনটি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ঘটনার সঙ্গে রাজভবনেরও যোগ রয়েছে।”

নিজেকে দুর্নীতিমুক্ত বলেও জোর গলায় দাবি করেন হেমন্ত। বিজেপিকে বিঁধে তাঁর দাবি, “ওদের যদি সাহস থাকে তাহলে আমার নামে কী কী জমি আছে তার নথি দেখাক। দুর্নীতি প্রমাণ হলে রাজনীতি ছেড়ে দেব।” প্রসঙ্গত, নিজের ভাষণে হেমন্তকে 'হিম্মত' বলে উল্লেখ করেন চম্পাই সোরেন। জানিয়ে দেন, হেমন্তের

এরপর ৩ পাতায়

ফেব্রুয়ারির মধ্যে টাকা খরচ নিয়ে তৈরি রাজ্যের সংশয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ ও রাজ্য অর্থ কমিশনের প্রাথমিক বরাদ্দ হিসেবে প্রায় দু'হাজার কোটি টাকা রয়েছে রাজ্যের হাতে। রাজ্য সরকারের নির্দেশ, সেই বরাদ্দে যাবতীয় কাজের পরিকল্পনা, দরপত্র ডেকে ঠিকাদার নির্বাচন করে কাজের বরাত দেওয়ার কাজ ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে জেলা প্রশাসনগুলিকে।সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর কটাক্ষ, "টাকা তো অনেক দিন ধরেই পড়ে রয়েছে। কাজ করেনি কেন এত দিন? ভোটের আগে কাজ দেখাতে এখন এ সব করছে। সরকারি টাকা ভোটের ফায়দা তুলতে ব্যবহার করছে তৃণমূল। এরপরেও এই টাকা থেকে তৃণমূলের নেতারা কাটমানি খাবেন। ফলে যে কাজ হওয়ার কথা, তা বাস্তবে হবে না।"প্রশ্ন উঠছে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের হাতে থাকা বরাদ্দের যে অর্ধেক টাকা এখনও অবব্যহৃত তার সঙ্গে নতুন বরাদ্দের টাকা মিলে আগামী এক মাসে কী ভাবে খরচ করা সম্ভব। যে কোনও সময়ে লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার আগে বিভিন্ন খাতে এই অর্থ ব্যয় না হলে নতুন করে কোনও কাজের ঘোষণা করা যাবে না। তবে রাজ্যের দাবি, বকেয়া-সহ নতুন কাজ সেরে ফেলা যাবে ওই অর্থে। প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, 'ফেব্রুয়ারির মধ্যে দরপত্র ডেকে আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারব। কিন্তু কাজ শেষ করা যাবে না।'এই পরিস্থিতিতে উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ কিছু লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'রাজ্য অর্থ কমিশনের ১১ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে মাসখানেক আগে। আরও ১০ কোটি টাকা শীঘ্রই মিলবে। এ মাসের মধ্যেই আমরা ওই টাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শুরু করে দেব।' জেলা পরিষদ সূত্রে জানানো হয়েছে, এই টাকায় জেলার গ্রামীণ এলাকায় বিয়েবাড়ি, কমিউনিটি হল, পার্ক, শপিং মল, জেটিঘাট, বাজারগুলির কংক্রিটের ছাউনির মতো অনেক কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলার চাষিরা শ্যালো পাম্পের সাহায্যে কৃষিকাজ করেন। এর

এরপর ৩ পাতায়

হিসাব না পেলে টাকা পাঠাবেন না!
বাংলার সরকারের বিরুদ্ধে নির্মলার কাছে নালিশ শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার সরকার যাতে আর কোনও ঋণ না পায় সেই চেষ্টা তিনি করবেন, এমনটা জানিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লিতে ঝটিকা সফরের আগেই তিনি দিল্লি পৌঁছে যান। সোমবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে দেখা করে তিনি যে বাংলার ঋণ না পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, তা স্বয়ং জানিয়েছেন শুভেন্দু।শুধু একশ দিনের কাজ ও আবাস যোজনা মিলিয়ে কেন্দ্রের কাছে বাংলার বকেয়া পাওনা রয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকা। এই দুই প্রকল্পের অনিয়মের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে অন্তত ডজন খানেক চিঠি পাঠিয়েছিলেন শুভেন্দু। তার পর দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্র অমিত শাহ এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ

এরপর ৩ পাতায়

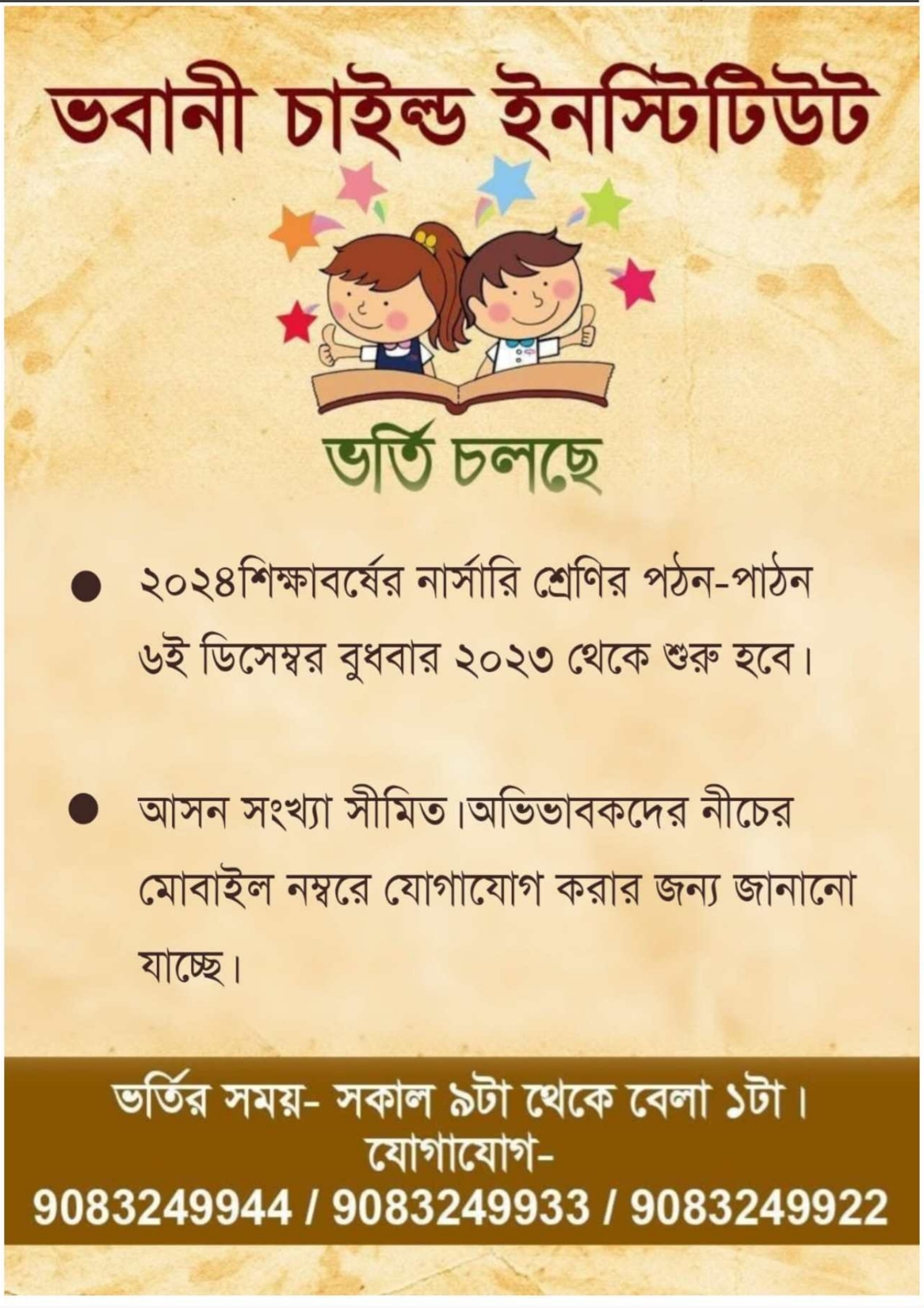

ম্যারেঙ্গো এশিয়া হসপিটালস এবং কিউএআই আহমেদাবাদ অঞ্চলে

স্ট্রোক রোগীদের শুশ্রূষা ও পরিচর্যার পরিকাঠামো শক্তিশালী ও উন্নত করার উদ্দেশ্যে হাত মিলিয়ে তৈরি করছে 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন কোয়ালিটি অ্যান্ড পেশেন্ট সেফটি ইন স্ট্রোক কেয়ার'

- ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতাল স্ট্রোকের চিকিৎসায় স্নায়ু বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ভারত জুড়ে স্ট্রোকোলজিস্ট প্রোগ্রাম চালু করেছে
- ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতাল পশ্চিম ভারতে স্ট্রোকের যত্ন এবং রোগীর নিরাপত্তার জন্য এক অগ্রণী প্রতিষ্ঠান

আহমেদাবাদ: ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪: নিউজ সারাদিন : ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতাল এবং কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন ইনস্টিটিউট (কিউএআই) যৌথ উদ্যোগে ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতালে অত্যাধুনিক 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন কোয়ালিটি অ্যান্ড পেশেন্ট সেফটি ইন স্ট্রোক কেয়ার' প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। উদ্যোগের লক্ষ্য হল স্ট্রোকের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত করা। এই কেন্দ্রটি রাজ্য এবং এতদঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উপরে জোর দেবে। যৌথ উদ্যোগের চুক্তিপত্রে (এমওইউ) স্বাক্ষর করেন ম্যারেঙ্গো এশিয়া হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং গ্রুপ সিইও ডাঃ রাজীব সিংঘল এবং কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন ইনস্টিটিউটের (কিউএআই) প্রধান কার্যনির্বাহী কর্তা ডাঃ বি কে রানা।

কিউএআই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মানোন্নয়ন এবং স্বীকৃতি/শংসাপত্রের এক ইকোসিস্টেম তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে, যেখানে গুণমানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পেশাদার ব্যক্তি বা সংগঠনগুলি তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার মঞ্চ পাবে। কিউএআই -এর মধ্যেই রয়েছে 'সেনটার ফর অ্যাক্রিডিটেশন অফ হেলথ অ্যান্ড সোশ্যাল কেয়ার' (সিএএইচএসসি)- যা স্বাস্থ্য এবং সামাজিক যত্নের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি/প্রত্যয়ন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান করে।

চুক্তির (এমওইউ) প্রাথমিক লক্ষ্য হল, ছোট হাসপাতালগুলিকে সংযুক্ত করে প্রাথমিক স্ট্রোক কেন্দ্রগুলির নেটওয়ার্ক বানিয়ে ফেলা। এই উদ্যোগে ছোট নার্সিং হোম এবং ক্লিনিকগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বিভিন্ন সহযোগিতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তাদের এই প্রকল্পের শরিক করে নেওয়া হবে যাতে তারা ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতাল ও কিউএআইয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রাথমিক স্ট্রোক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার স্থানীয় কেন্দ্র হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। আমরা সহযোগী ক্লিনিক এবং নার্সিং হোমগুলিতে ব্যাপকভাবে স্ট্রোক সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রসারিত করতে চাই যাতে তারা সমাজে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সমস্ত স্ট্রোক রোগীদের সময়মত এবং উপযুক্ত সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয়। এই প্রয়াসের ফলে স্ট্রোক কেন্দ্রগুলি সময়মমতো স্ট্রোক রোগীদের যত্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। এ ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আশেপাশের স্থানীয় হাসপাতালগুলিকে একজোট করে, এমসিআইএমএস এবং কিউএআই-এর সাহায্যে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে সেগুলিকে এল১ ও এল২ স্তরের স্ট্রোক সেন্টারে উন্নীত করতে চাই এবং আহমেদাবাদের বাসিন্দাদের কাছে স্ট্রোকের সর্বোত্তম চিকিৎসা ও সেবার সুবিধা প্রসারিত করতে চাই।

এই অভূতপূর্ব অংশীদারিত্ব স্ট্রোকের যত্ন ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোকে উন্নত করা আহমেদাবাদের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে ফেলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতাল গুজরাটের জনগণের জন্য বিভিন্ন অগ্রণী উদ্যোগে ধারাবাহিকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং কিউএআই-এর মতো প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই গাঁটছড়া হাসপাতালের দীর্ঘকালীন চিকিৎসা দক্ষতাকেই তুলে ধরে। পারস্পরিক সহযোগিতার মূল উদ্দেশ্য হ'ল ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতালের সহযোগিতায় প্রাথমিক স্ট্রোক কেন্দ্রগুলির একটি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা- যা এই কেন্দ্রগুলিকে স্ট্রোক সফটওয়্যার বা এআই হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্ত করে রোগ নির্ণয়ের সময় কমিয়ে আনবে। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ডাক্তাররা ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতাল এবং কিউএআই থেকে যৌথ সার্টিফিকেশন পাবেন। উপরন্তু, এই উদ্যোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকছে 'স্ট্রোক কন্টিনিউয়িং মেডিকেল এডুকেশন' (সিএমই) সেশনের যুগ্ম আয়োজন, যৌথ উপস্থাপনা, বিভিন্ন মঞ্চে এই প্রকল্পের প্রভাবের কথা তুলে ধরা ও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এই উদ্যোগে স্ট্রোক চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা বিস্তারের রীতি-নীতির বাস্তবায়নের দিকেও নজর রাখা হয়- যা স্ট্রোকের রোগীর যত্নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমা মেনে চলার উপরে জোর দেয়। উদ্যোগের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হল বর্তমান স্ট্রোক পরিচর্যা পদ্ধতিকে কেন্দ্রীয় ও দূরস্থিত কেন্দ্রগুলিকে আরও বেশি কার্যকর করে তোলা।

ম্যারেঙ্গো এশিয়া হসপিটালস্-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং গ্রুপ সিইও ডাঃ রাজীব সিংঘল বলেন, "স্ট্রোকের চিকিৎসা ও পরিচর্যা ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করে চলা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতালের নিউরোসায়েন্স উৎকর্ষকেন্দ্রটি স্ট্রোকের চিকিৎসার ব্যবস্থাপনায় ও রোগীর যত্নে দীর্ঘদিন ধরে অতুলনীয় পরিষেবা প্রদান করে চলেছে। স্ট্রোকের চিকিৎসা উন্নত করতে হাসপাতালের তরফে গুজরাট এবং বাইরের স্নায়ু বিশেষজ্ঞদের জন্য স্ট্রোকোলজিস্ট প্রোগ্রাম চালু করেছে। কিউএআইয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য হল উন্নত স্ট্রোক কেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্ট্রোক কেন্দ্রগুলিকে একই নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ওহাব এবং স্পোক মডেল্ব প্রতিষ্ঠা করা। আমরা ওই কেন্দ্রগুলিতে 'স্ট্রোক রোগীদের ক্লিনিকাল ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করি এবং 'অ্যাক্রিডিটেশন স্ট্যান্ডার্ড'-এর মাপকাঠিতে মানোন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্ট্রোক চিকিৎসা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছি। স্ট্রোকের প্রভাব কমানোর জন্য 'গোল্ডেন আওয়ার'-এর মধ্যেই স্ট্রোক-আক্রান্ত রোগীদের সঠিক চিকিৎসা প্রদান নিশ্চিত করা আমাদের লক্ষ্য কারণ "প্রতিটি জীবন গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটি মিনিট গুরুত্বপূর্ণ"।

ডাঃ সিংঘল আরও বলেন, "স্ট্রোকের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের হাসপাতালের 'অ্যাডভান্সড সেন্টার অব এক্সেলেন্স' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করা একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। গত বছর সাড়ে পাঁচশোর বেশি এই ধরণের রোগীর চিকিৎসা করেছি আমরা যা এক নতুন মানদণ্ড তৈরি করে দিয়েছে। আমাদের পরিকাঠামো যে স্ট্রোক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানের- সেই আস্থা রোগীদের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস জোগায়। এই সহযোগিতা আমাদের একাগ্রতা, কঠোর পরিশ্রম, উপযুক্ত পরিকাঠামো, ডাক্তারদের কঠোর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সুসংজ্ঞায়িত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে অটল দায়বদ্ধতার আরও একটি প্রমাণ।"

কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন ইনস্টিটিউট (কিউএআই)-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ডাঃ বি কে রানা বলেন, "ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতালে 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর কোয়ালিটি অ্যান্ড পেশেন্ট সেফটি ইন স্ট্রোক কেয়ার' স্থাপনের ঘোষণা করতে পেরে আমি আনন্দিত। ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, মাল্টিমোডাল কৌশল ব্যবহার করে স্ট্রোকের চিকিৎসার গুণমান উন্নত করা এবং রোগীর সুরক্ষার জন্য কাজ করা কিউএআই-এর জন্য এক গর্বের মুহূর্ত। অ্যাক্রিডিটেশন প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ধরনের অভূতপূর্ব সহযোগিতা এক নতুন মানদণ্ড নির্ধারণ করবে এবং অসংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি অনুসরণ করে এমন আরও অনেক যৌথ উদ্যোগকে উ

ৎসাহিত করবে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল স্ট্রোকের চিকিৎসায় আরও ভাল ফল পাওয়া, সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সুদক্ষ স্ট্রোক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা।"

ভারতে মৃত্যুর দ্বিতীয় সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল স্ট্রোক। দেশে প্রতি বছর স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার প্রায় ১,৮৫,০০০টি ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ প্রতি ৪০ সেকেন্ডে এক জনের স্ট্রোক হচ্ছে এবং প্রতি ৪ মিনিটে স্ট্রোকের ফলে কারও মৃত্যু হচ্ছে। ভারতে স্ট্রোকের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। গত দুই দশকে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতি বছর প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ১০৫ থেকে ১৫২ জন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। ভারতে তরুণদের মধ্যে স্ট্রোকের ঘটনাও ক্রমেই বাড়ছে- যা এক আশঙ্কাজনক প্রবণতা, এবং তা উপেক্ষা করা উচিত নয়। জীবনযাত্রার প্রভাব, জেনেটিক প্রবণতা এবং বাড়তে থাকা বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকির ফলে উদ্বেগজনক ঘটনাগুলি বেড়ে চলেছে। ডা. পাল এ ক্ষেত্রে সচেতনতা, শিক্ষা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার গুরুত্বের উপরে জোর দেন। পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে যে, স্ট্রোকের পরে ১০ শতাংশ রোগী প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। ২৫ শতাংশ রোগী ছোটখাটো প্রতিবন্ধকতা নিয়েও সুস্থ হয়ে ওঠেন। ৪০ শতাংশ রোগী মাঝারি থেকে গুরুতর দৈহিক প্রতিবন্ধকতার কবলে পড়েন- যার জন্য বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। তাই স্ট্রোক এবং তার ফলাফল সম্পর্কে মানুষকে ধারাবাহিকভাবে সচেতন করে চলা খুবই প্রয়োজন।

ম্যারেঙ্গো এশিয়া হাসপাতালের পরিচয়:

ম্যারেঙ্গো এশিয়া হসপিটালস্ হল মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল চেইনের একটি সমন্বিত মঞ্চ- যা 'পেশেন্ট ফার্স্ট'-এর রোগীকেন্দ্রিক দর্শন দ্বারা চালিত তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরের যত্ন প্রদান করে। ম্যারেঙ্গো এশিয়া হসপিটালস্ -এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে 'চারটি এ'-এর উপরে ভিত্তি করে, তা হল- অ্যাওয়ারনেস (সচেতনতা), অ্যাফর্ডেবিলিটি (সুলভ্যতা), অ্যাক্সেসিবিলিটি (সুগমতা) ও অ্যাকাউনেটবিলিটি (দায়বদ্ধতা)। এখানে শুধুমাত্র রোগীদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সামারা ক্যাপিটাল, হ্যাভেলস ফ্যামিলি ইনভেস্টমেন্ট অফিস এবং গোদরেজ ফ্যামিলি ইনভেস্টমেন্ট অফিসের যৌথ বিনিয়োগ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ম্যারেঙ্গো এশিয়া হসপিটালস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসেবায় ২৫ বছরের বিস্তৃত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ডাঃ রাজীব সিংঘলের নেতৃত্বে দক্ষ পেশাদারদের সমর্থনে এগিয়ে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান। ম্যারেঙ্গো এশিয়া হসপিটালস্-এর দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে তার অধীনে থাকা পাঁচটি হাসপাতালের ধারণ ক্ষমতা ১৭০০ শয্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বর্তমানে এখানকার হাসপাতালগুলি রয়েছে দিল্লি এনসিআর (ফরিদাবাদ এবং গুরুগ্রাম), গুজরাট (আহমেদাবাদ এবং ভুজ) এবং রাজস্থানের যোধপুরে। হাসপাতালগুলিতে যুক্ত আছেন বিভিন্ন বিভাগের খ্যাতনামা স্পেশ্যালিস্ট চিকিৎসকেরা, যাঁরা তাঁদের ব্যতিক্রমী চিকিৎসা দক্ষতার জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। ম্যারেঙ্গো এশিয়া হাসপাতালের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে ১৭০০-র বেশি শয্যা, ৪৫০-এর বেশি চিকিৎসক এবং ৪০০০-এর বেশি সুদক্ষ কর্মচারীকে ওই পাঁচটি ভৌগোলিক অঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ম্যারেঙ্গোর অধীনে থাকা হাসপাতালগুলি সমাজে দ্রুত নিরাময়ের উপযুক্ত পরিবেশ, উদ্ভাবন এবং আস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। ম্যারেঙ্গো সিআইএমএস হাসপাতালে 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন কোয়ালিটি অ্যান্ড পেশেন্ট সেফটি ইন স্ট্রোক কেয়ার' তৈরি করতে কিউএআই এবং ম্যারেঙ্গোর মধ্যে চুক্তি

কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হল:

- রাজ্য/অঞ্চলে স্ট্রোকের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করা
- প্রাথমিক স্ট্রোক সেনটার হিসেবে ছোট হাসপাতালগুলিকে সংযুক্ত করে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা
- স্ট্রোকের চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্য ওই প্রাথমিক স্ট্রোক সেন্টারগুলির জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- উন্নত স্ট্রোক সেন্টার ও প্রাথমিক স্ট্রোক সেন্টারগুলির সমন্বয়ে 'হাব অ্যান্ড স্পোক মডেল' নির্মাণ করা
- ওই ধরণের কেন্দ্রগুলিতে 'স্ট্রোক রোগীদের ক্লিনিকাল ম্যানেজমেনট' ও 'অ্যাক্রিডিটেশন স্ট্যান্ডার্ড' বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে 'স্ট্রোক মোকাবিলা বাহিনী'র দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ

TENDER

TENDER NOTICE

E Tender is invited though online Bid System vide **NIeT No.13/2nd Call/Rampara-IGP/2023-2024** and **14/2ndCall/Rampara-IGP/2023-2024** with Vide **Memo No. -32/Ram-I/5th SFC (Tied)/2023-24** and **33/Ram-I/5th SFC (Untied)/2023-24 Dated:-02/02/2024** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last date of Application **12/02/2024 up to 2.00 pm Hours.** Interested contractors please visit : **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারি নিয়ে জবাব তলব,

চারদিনের মধ্যে ঝাড়খণ্ড আদালতে জানাবে ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জমি কেলেঙ্কারি মামলায় ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে গ্রেফতার করেছে ইডি। ঠিক কেন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কাছে সেই জবাব চাইল ঝাড়খণ্ড আদালত। আগামী চারদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে এবিষয়ে লিখিত আকারে জবাব দিতে হবে।প্রসঙ্গত, হেমন্তের বিরুদ্ধে ৬০০ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। যা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েক দিন ধরেই তাঁকে খুঁজছিল ইডি। রবিবার শেষ বার দিল্লি বিমানবন্দরে নামতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তারপর হেমন্তের দিল্লির বাড়িতে গিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি। প্রায় ৩০ ঘণ্টা 'নিখোঁজ' থাকার পর বুধবার দুপুরে রাঁচিতে নিজের বাড়ির সামনে হেমন্ত সোরেনকে দেখা যায় । এরপরই তাঁর বাড়িতে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ইডি। এদিকে গত শুক্রবার চম্পাই সোরেন মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের পর রাজ্যপাল তাঁকে ১০ দিনের মধ্যে সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে বলেছিলেন। সেই অনুযায়ী সোমবার বিধানসভায় আস্থাভোট হয়। ৪৭ জন বিধায়কের ভোট পেয়ে

এরপর ৩ পাতায়

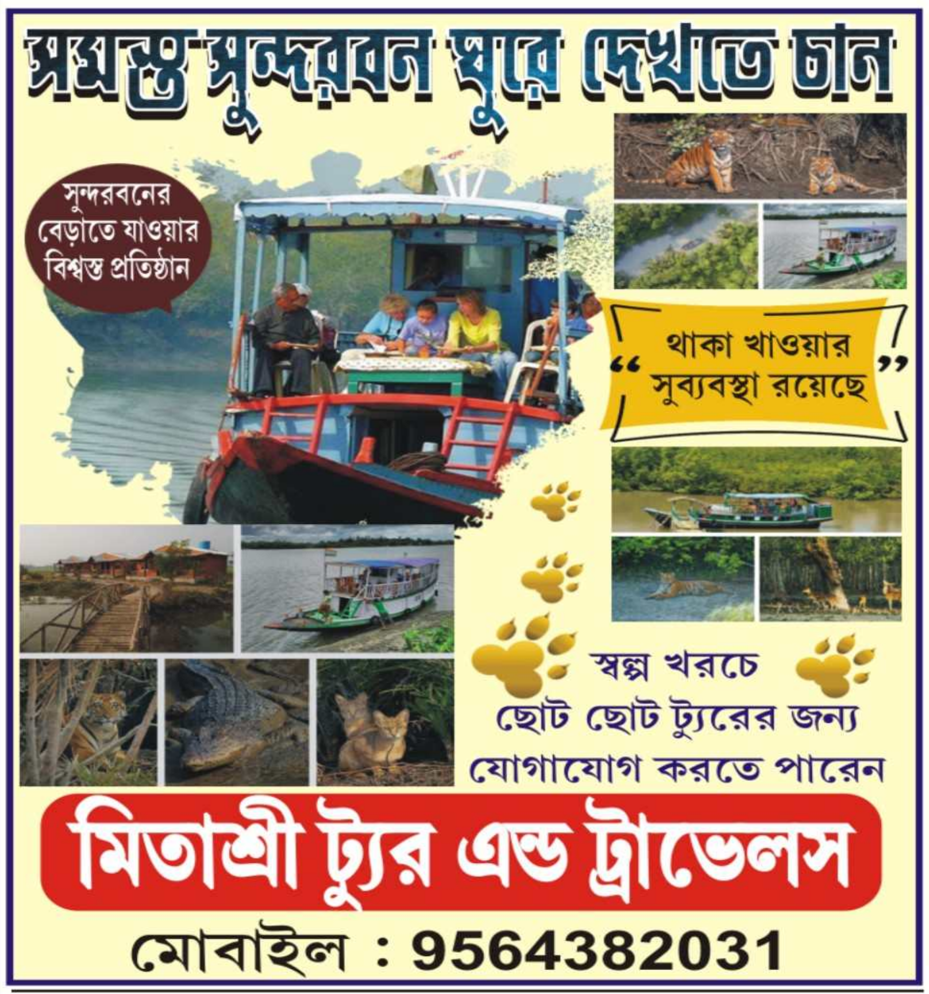

শেষ মুহূর্তে বাতিল
মমতার দিল্লি সফর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাতিল দিল্লি সফর! কেন? 'হাতে মাত্র ২ দিন সময়। বাজেট নিয়ে ব্যস্ত থাকব'। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ, মঙ্গলবার এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত বৈঠকে তৃণমূল তরফে হাজির থাকবেন ২ সাংসদ কলয়াণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুদীপ বন্দেয়াপাধ্যায়।উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সম্পাদক নীতীন চন্দ্রকে চিঠি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এই ভাবনা অস্বচ্ছ ও অগণতান্ত্রিক। রাজ্যের মতামত ছাড়াই একতরফাভাবে উপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে'। তাঁর প্রশ্ন, 'কমিটিতে কেন কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে রাখা হয়নি'?অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন আগেই। 'এক দেশ, এক ভোট' নিয়ে বৈঠকে যোগ দিতে এবার দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। কবে? আজ, সোমবার সন্ধেয়। আগামিকাল, মঙ্গলবার দুপুরে বৈঠকে ডেকেছেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। 'এক দেশ, এক ভোট'-র প্রস্তাব খতিয়ে দেখতে তাঁর নেতৃত্বের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে কেন্দ্র।

শুক্র ও শনিবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে রেড রোডে ধরনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ধরনামঞ্চ থেকে 'এক দেশ, এক ভোট' নিয়ে বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। কেন বাতিল সফর? হাতে আর বেশি সময় নেই। আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্য বাজেট পেশ করা হবে বিধানসভায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাজেট পেশের আগে হাতে মাত্র ২দিন। ৮ তারিখ রাজ্য বাজেট, এখন যাওয়া সম্ভব নয়। আমার হয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাবেন।'ঘটনাটি ঠিক কী? এখন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা ভোট হয় বিভিন্ন সময়ে। আবার কেন্দ্রীয় সরকারের মেয়াদ শেষ হলে, লোকসভা ভোট! এই ব্যবস্থাটিকে এবার বদলে ফেলতে চাইছে মোদী সরকার। কিন্তু কেন্দ্রের এই এক দেশ, এক নির্বাচন' প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১-ম পাতার পর

রাজভবনের মদতেই গ্রেপ্তারি! ঝাড়খণ্ডে আস্থাভোট চলাকালীন ইডিকে তোপ হেমন্তের

দেখানো পথেইন হাঁটবেন তিনি।জমি দুর্নীতিতে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ৩১ জানুয়ারি ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন হেমন্ত। আপাতত ইডি হেফাজতেই রয়েছেন তিনি। হেমন্তের পরে ঝাড়খণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন চম্পাই।সোমবার তাঁকে শক্তি প্রদর্শন করতে হবে বিধানসভায়। আদালতের অনুমতি নিয়ে সেখানে হাজির হেমন্ত সোরেনও।

১-ম পাতার পর

হিসাব না পেলে টাকা পাঠাবেন না! বাংলার সরকারের বিরুদ্ধে নির্মলার কাছে নালিশ শুভেন্দুর

সিংয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে কয়েকবার দেখা করেন তিনি। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরের আগে নয়াদিল্লি গিয়ে ঋণের বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রককে অবগত করতে চাইলেন তিনি। এদিকে সম্প্রতি স্টেট ফাইনান্সিয়াল অডিট রিপোর্টে ক্যাগ জানিয়েছে, ২০০২-০৩ সাল থেকে ২০২০-২১ সাল পর্যন্ত ২ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকা খরচের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট তারা পায়নি। এই নিয়ে অন্য বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজ্যে।যদিও অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে তা বলতে চাননি তিনি।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা দাবি করেছেন যে, রাজ্য সরকার নতুন করে ৭ হাজার কোটি টাকা চাইতে পারে কেন্দ্রের থেকে। যদিও রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বা অর্থ সচিব মনোজ পন্থ ঋণ নেওয়ার কোনও ইঙ্গিত দেননি। তাও সাত তাড়াতাড়ি দিল্লি গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কার্যত নালিশ করলেন। শুভেন্দু জানিয়েছেন, আগে নেওয়া ঋণের টাকার যথাযথ হিসাব না দিলে বাংলার সরকারকে যাতে টাকা না দেওয়া হয়, সেই আর্জি তিনি জানিয়েছেন কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রীকে। সংবাদমাধ্যমে শুভেন্দু জানান, "কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের কাছে আমি বাংলার সরকারের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করেছি। ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে যাতে কেন্দ্র তদন্ত করে সেই আর্জি জানিয়েছি।" পাশাপাশি জিএসটির টাকা নিয়েও যে বাংলায় দুর্নীতি হচ্ছে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন শুভেন্দু। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন বলেও জানান।

শুভেন্দু দাবি করেছেন, দেশের দুটি রাজ্যে কেন্দ্র থেকে জিএসটি বাবদ কোনও অডিট ছাড়া টাকা পাঠানো হচ্ছে। সেই দুটি রাজ্য কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গ। বিজেপি নেতার কথায়, "পশ্চিমবঙ্গ দেশের একমাত্র রাজ্যে যেখানে ২০১৭ সালে জিএসটি লাগু হওয়ার পর থেকে অডিট হয়নি। তাই দাবি করেছি অডিট হওয়ার পর যাতে বাংলাকে টাকা দেওয়া হয়।" বিজেপি বিধায়কের আরও অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে যে টাকা রাজ্যে পাঠানো হয় তা দিয়ে সরকারি অফিসের ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হয়েছে। এর মানে কেন্দ্রের টাকা রাজ্য সরকার নিয়ে নিচ্ছে।

১-ম পাতার পর

ফেব্রুয়ারির মধ্যে টাকা খরচ নিয়ে তৈরি রাজ্যের সংশয়

ফলে বিদ্যুতের খরচ বেশি হয়। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সোলারের মাধ্যমে শ্যালো চালানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে।বিপুল পরিমাণ এই টাকা খরচের বিষয়ে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তথা দলের উত্তর ২৪ পরগনার নেতা তাপস মিত্র বলেন, 'লোকসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। রাজ্য সরকারের দেনা ৬ লক্ষ কোটি টাকা। সেখানে তারা কী ভাবে এত টাকার কাজ করবে? সম্পূর্ণ ভাঁওতা দিচ্ছে।' জেলা প্রশাসনের কিছু আধিকারিক মানছেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা যেখানে এখনও সম্পূর্ণ খরচ করা যায়নি, সেখানে নতুন করে টাকা এলে দ্রুত তা কাজে লাগানো একটা বড় চ্যালেঞ্জ।উনত্রিশ দিনের এই মাসের মধ্যে ৪০ কোটি টাকার কাজের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে। ইতিমধ্যেই রাস্তা, নিকাশি, টিউবওয়েল, সাব মার্সিবল পাম্প-সহ নানা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই দরপত্র ডাকা হবে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের থেকে প্রাপ্ত টাকা যা এখনও খরচ হয়নি, তা এই সমস্ত খাতে খরচ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে তালিকা তৈরির কাজ।

জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল বলেন, 'প্রাথমিক ভাবে ৪০ কোটি টাকার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাস্তা, পানীয় জলের টিউবওয়েল, নিকাশি নালা সবই রয়েছে।' দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, 'সরকারি নির্দেশ মেনে পঞ্চায়েতের হাত দিয়েই এই কাজগুলি করা হবে। ইতিমধ্যেই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। দ্রুত কাজও শুরু করা হবে।'

'অধীরবাবুকে দেখে কষ্ট হয়', কংগ্রেসের অন্তর্কলহে 'ইন্ধন' কৌশলী মোদির!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়া জোট যেন রামগরঃড়ের ছানা! রাজনীতির প্রোফেসর হিজিবিজবিজদের হাতে নানা জন্তুর অঙ্গ দিয়ে গড়া। সদ্য এই এই রামধনু জোটের মাজা ভেঙে তথা বিরোধী 'ষষ্ঠীচরণ'দের মাথায় মুদগরের বাড়ি কষিয়ে আবারও এনডিএ শিবিরে ফিরে গিয়েছেন নীতীশ কুমার। সোমবার সেই জোটের প্রধান শক্তি কংগ্রেসকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেনদ্র মোদি।বলে রাখা ভালো, ইন্ডিয়া জোটের আর্কিটেক্ট নীতিশ কুমার, কো-আর্কিটেক্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকদিন আগে এমনটাই বলতে শোনা যায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা বারবার 'একলা চলো'র কথা বললেও জোটধর্মে বিশ্বাসী কংগ্রেসের সুর মমতায় যথেষ্ট নরম। অধীর যখন বলছেন, ন্যায়যাত্রায় পদে পদে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল, তখনই রাহুল-খাড়গেরা বলছেন, মমতাকে পাশে চাই। আসনরফা নিয়ে আলোচনা চলছে। এই ঘোলা জলে সংসদে অধীরের প্রসঙ্গ টেনে মোদি যেন বলতে চাইছেন, কংগ্রেস নিজেদের দলই চালাতে পারছে না। দিল্লির সিদ্ধান্তে অধীরের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার প্রশ্নের মুখে পড়ছে। এবং বিরোধী দলনেতা হলেও তাঁক কথায় হাইকমান্ড তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ। সবমিলিয়ে বিশ্লেষকদের মতে, কংগ্রেসের অন্তর্কলহে 'ইন্ধন' জোগালেন কৌশলী মোদি।লোকসভায় জবাবি ভাষণে সংসদে বিরোধী দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসের অন্তর্কলহেই যেন ওইন্ধন জুগিয়ে দিলেন কৌশলী মোদি!এদিন সংসদে জবাবি ভাষণে তিনি বলেন, "অধীরবাবুকে দেখে কষ্ট হয়। তাঁকে পরিবারতন্ত্রের পুজো করতে হচ্ছে।" বোঝাই যাচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীর নিশানায় রয়েছে কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্র। লোকসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে আসনরফা তথা তৃণমূল কংগ্রেসকে 'জমি ছাড়া' নিয়ে বাংলার হাত শিবিরের নেতাদের সঙ্গে হাইকমান্ডের টানাপোড়েনকেই হাতিয়ার করেছেন বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রী। তিনি ভালোই জানেন. শিবরাত্রির সলতের মতো মুর্শিবাদের দাপুটে কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ অধীর চৌধুরীই বঙ্গে কংগ্রেসের একমাত্র গড়। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে 'লড়াই'য়ে বহরমপুরের সাংসদই ভরসা নীচুতলার কংগ্রেস কর্মীদের। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বলছে, তৃণমূলের সঙ্গে জোট তথা আসনরফা ইস্যুতে কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে অধীরের সম্পর্ক খুব একটা মসৃণ নয়। গত সপ্তাহে বাংলার বুকে রাহুল গান্ধী 'ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রা' করলেও তা কম কর্মীদের কতটা চাঙ্গা করতে পেরেছে সেই খতিয়ান মেলেনি। তৃণমূল স্তরে দলের সংগঠন বিরাট শক্তিলাভ করেছে এমনটা মনে করারও কোনও কারণ দেখা যায়নি। উলটে রাহুলের গাড়ির কাচ ভাঙাকে কেন্দ্র করে দলীয় মতানৈক্য সামনে এসেছে। কাচ ভাঙা প্রসঙ্গে অধীর যখন তৃণমুলকে ইঙ্গিত করছেন, তখন দলই কার্যত বলে দেয় যে গোটাটাই মিথ্যাচার। ফলে হাইকমান্ড কতটা পাশে থাকবে তা নিয়ে রাজ্যে কর্মীদের মধ্যে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। সেই সন্দেহই যেন আরও উসকে দিলেন মোদি। সংসদে তিনি ইঙ্গিচে বুঝিয়ে দিলেন, সোনিয়া-রাহুলদের অঙ্গুলিহেলনে মন সায় না দিলেও বাধ্য হয়ে অনেক কিছু মেনে নিতে হচ্ছে অধীরকে।

২ পাতার পর

হেমন্ত সোরেনের গ্রেফতারি নিয়ে জবাব তলব, চারদিনের মধ্যে ঝাড়খণ্ড আদালতে জানাবে ইডি

সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান চম্পাই। এরপরই আস্থা ভোটে জয়ী হন ঝাড়খণ্ডের নয়া মুখ্যমন্ত্রী।৩০ ঘণ্টা নিঁখোজ থাকার পর গত ৩১ জানুয়ারি ইডির হাতে গ্রেফতার হন হেমন্ত সোরেন। ওইদিন সন্ধ্যায় রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফাপত্র জমা দেওয়ার পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ইডির গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ওইদিন রাতেই ঝাড়খণ্ড হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হেমন্ত। যদিও পরে তা প্রত্যাহার করে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন হেমন্ত। কিন্তু উচ্চ আদালতের সাংবিধানিক ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করবে না বলে জানিয়ে দেয় শীর্ষ আদালত। ফলে ফের ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টেই ফেরত আসে মামলা। সোমবার সংশ্লিষ্ট মামলাটিতে ইডির কাছে জবাব চেয়েছে উচ্চ আদালত। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ঝাড়খণ্ড আদালতে সেই রিপোর্ট দেবে ইডি।ইডির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগও করেছেন হেমন্ত। তফসিলি জাতি, জনজাতি আইনে মামলা দায়ের করেছেন তিনি। হেমন্তের অভিযোগ, ইডি তাঁর দিল্লির ফাঁকা বাড়ি থেকে যে বিএমডব্লিউ গাড়ি এবং নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে, তার মালিক তিনি নন। ইডি আদতে 'ভুল তথ্য' পেশ করছে বলে দাবি করেন তিনি।

১-ম পাতার পর

জল জীবন মিশন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ মমতার

বকেয়া ইস্যুতে ধরনার মাঝেই কেন্দ্রের অনুদান নিয়ে মমতার ক্ষোভপ্রকাশ যথেষ্ট তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।এছাড়া কেন্দ্রের সমপরিমাণ অর্থও রাজ্য সরকারকে দিতে হয়। মমতার দাবি, লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করা প্রচারমূলক ছাড়া আর কিছুই নয়। স্রেফ বকেয়া ইস্যু থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা বলেও মনে করা হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রক বাংলার জন্য ৯৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। জল শক্তি মিশনের আওতায় কেন্দ্র-রাজ্য সমান সমান অংশীদার। অর্থাত রাজ্যকেও এই প্রকল্প খাতে ৯৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে। ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যকেও সমপরিমাণ টাকা এসক্রো অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে। অর্থ বরাদ্দের চিঠিতে এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্র। মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই টাকা কোনওভাবেই অন্য খাতে ব্যবহার করা যাবে না।

মলয় ঘটকের মামলা শুনতে নারাজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : বারবার ইডি তলব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। কিন্তু নীতিগত কারণে মলয় ঘটকের মামলা শুনবেন না বলে জানিয়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। তিনি নিজে কলকাতা হাই কোর্টে বিচারপতি ছিলেন। তাই রাজ্যের আইনমন্ত্রীর মামলা তাঁর শোনা উচিত নয়।সেই মতো তলব করলেও হাজিরা দেননি মলয় ঘটক। ইমেল করে জানিয়েছিলেন ব্যস্ততার কথা। বারবার ইডি তলবের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। কিন্তু নীতিগত কারণে মলয় ঘটকের মামলা শুনবেন না বলে জানিয়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। কোন বিচারপতি এই মামলা শুনবেন তা এখনও জানা যায়নি।বিচারপতি দত্ত প্রধান বিচারপতিকে একথাই জানিয়েছেন বলে সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে খবর।

কয়লা পাচার কাণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে ইডির নজরে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। বহুবার তলব করা হয় তাঁকে। কখনও কলকাতায় রাষ্ট্রপতির সফর, কখনও কলকাতা হাই কোর্টে প্রধান বিচারপতির শপথগ্রহণ, কখনও আবার অসুস্থতার কারণে হাজির দেননি তিনি। কলকাতায় ইডির পূর্ণাঙ্গ দপ্তর থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁকে বারবার দিল্লি ডাকা হচ্ছে, এই প্রশ্ন তুলে ও নতুন করে ইডিকে জানানোর মতো কিছু নেই, এই কথা জানিয়ে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থও হন মলয়। সেই সময় ইডিকে বলা হয়, মলয়কে তলব করতে হলে তাঁর সব কর্মসূচির কথা বিচার-বিবেচনা করে অন্তত ১৫ দিন আগে সমন পাঠাতে হবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ০৩৬ সংখ্যা ০৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ মঙ্গলবার ২২ মাঘ, ১৪৩০

গ্র্যামিতে 'বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক'

পুরস্কার পাওয়ার জন্য ওস্তাদ জাকির হুসেন এবং অন্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ 'বেস্ট গ্লোবাল মিউজিক'-এর জন্য গ্র্যামি পুরস্কার পাওয়ায় সঙ্গীত শিল্পী ওস্তাদ জাকির হুসেন, রাকেশ চৌরাশিয়া, শঙ্কর মহাদেবন, সেলভাগণেশ ভি এবং গণেশ রাজাগোপালন-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তাঁদের ব্যান্ড 'শক্তি', একটি ফিউসন সঙ্গীত গোষ্ঠী এই সম্মান জিতেছে 'দিস মোমেন্ট'-এর জন্য। তিনি বলেছেন, তাঁদের ব্যতিক্রমী প্রতিভা এবং সঙ্গীতের প্রতি নিষ্ঠা সারা বিশ্বের হৃদয় জয় করেছে, ভারতকে গর্বিত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন :

"অভিনন্দন জাকির হুসেন, রাকেশ চৌরাশিয়া, শঙ্কর মহাদেবন, সেলভাগণেশ ভি এবং গণেশ রাজাগোপালন গ্র্যামিতে আপনাদের দারুন সাফল্যের জন্য! আপনাদের ব্যতিক্রমী প্রতিভা এবং সঙ্গীতের প্রতি নিষ্ঠা বিশ্বজুড়ে হৃদয় জিতে নিয়েছে। ভারত গর্বিত! এই সাফল্য আপনারা যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তার প্রমাণ। এটা নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের আরো বড় স্বপ্ন দেখতে এবং সঙ্গীতে উৎকর্ষ লাভ করতে অনুপ্রাণিত করবে।"

সম্পাদকীয়

নির্বাচনী প্রচারের শিশুদের নিয়ে কড়া নির্দেশিকা নির্বাচন কমিশনের

লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। অন্তর্বর্তী বাজেটও পেশ করা হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। ফলে ফেব্রুয়ারির শেষে কিংবা মার্চের শুরুর দিকে নির্বাচন ঘোষণা করতে কমিশনের কোনও অসুবিধা নেই। তার আগে নির্বাচন নিয়ে বেশ কিছু নির্দেশিকা তৈরি করছে কমিশন। প্রচারে শিশুদের ব্যবহার করলে, কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে? এব্যাপারে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সব রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের শিশুশ্রম (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৬-র সংশোধিত শিশু শ্রম (নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন তাদের নির্দেশিকায় বোম্বে হাইকোর্টের একটি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেছে, সব রাজনৈতিক দলকেই শিশুদের নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার না করার ব্যাপারে নিশ্চিত করতে হবে।এছাড়া শিশু কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাধারণ নির্বাচনে প্রচারপত্র বিতরণ, পোস্টার সাঁটানো, স্লোগান দিতে কিংবা দলীয় পতাকা ও ব্যানার বহন করতে যেন না দেখা যায়।

নির্বাচন কমিশন বলেছে, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে কিংবা নির্বাচনী প্রচারমূলক কাজে শিশুদের যুক্ত করার কাজ বরদাস্ত করা হবে না। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, শিশুদের রাজনৈতিক প্রচারে যুক্ত করা অর্থাত কবিতা, গান, স্লোগান দেওয়ানো কিংবা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর প্রতীক প্রদর্শন করা যাবে না।নির্বাচন কমিশন সতর্ক করে বলেছে, যদি কোনও রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী প্রচারে শিশুদের জড়িত করে, তবে শিশুশ্রম সংক্রান্ত সব আইনের ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এব্যাপারে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এবং রিটার্নিং অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে কোনও রাজনৈতিক নেতার আশেপাশে বাবা-মা বা অভিভাবকের সঙ্গে যদি কোনও শিশু থাকে, তাহলে তা কমিশনের নির্দেশিকা লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে না। তবে এই বিষয়টিতেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আইনের ফাঁক বলে বর্ণনা করেছেন।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(অষ্টম পর্ব)

সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

শুধু ভারতবর্ষ নয় থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কাসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলের লোকজীবনের নৈতিক আদর্শ উপনিষদ, গীতা, মহাভারত ও রামায়ণ প্রভাবিত। যেমন: হিতোপদেশ-এর বাক্যটি

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম। উদারচরিতানান্ত বসুধৈব কুটুম্বকম।

অর্থাৎ লঘুচিত্তের মানুষেরাই আপন-পর গণ্য করে, কিন্তু উদারচিত্তের মানুষ বিশ্বের সকলকেই আপন করে নেয়।

এই উপমহাদেশের সর্বধর্মচর্চা ও গবেষণার প্রাচীন প্রতিষ্ঠান চেন্নাইয়ের থিওসফিক্যাল সোসাইটিরও আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে উপনিষদীয় 'সত্যান্নাস্তি পরোধর্মঃ' সত্যের চেয়ে বড়ো কোন ধর্ম নেই-এই বাক্য।

হিন্দুধর্মে সহায়ক স্তরের ধর্মগ্রন্থসমূহকে বলা হয় 'স্মৃতিশাস্ত্র'। সংস্কৃত 'স্মৃতি' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মরণ বা ইংরেজিতে Memory। এতে হিন্দুদের জীবন প্রণালী নির্বাহের দিক-নির্দেশনা আছে। ঋষি, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিগণ স্মৃতি থেকে হিন্দু জীবন কীভাবে কাটাতে হবে সে সম্পর্কে বর্ণনাই হচ্ছে স্মৃতিশাস্ত্র।।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকের বড় সাহিত্য হল বেদ। পরিপূর্ণ দশ হাজারের বেশি শ্লোকের সমাহার। সমাজ জীবনের সম্পূর্ণ চিত্রও মেলে বেদে। মানুষে মানুষে প্রকারভেদ আজও তেমন কোন তারতম্য ঘটেনি। মানব প্রকৃতির চিত্রও এক ওসাংমনস্য শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত সূত্র পারিবারিক, অর্থাৎ তখনও সব পরিবারে নিরন্তর সুখ, শান্তি ছিল না। যা আজও তেমনই আছে। বৈদিক চরিত্রগুলিও ছিল বিশ্বাসযোগ্য। বেদে বহু তথ্য আমরা পাই উদ্ভিজ, প্রাণিজ, খনিজ কর্মবিভাগ, জাতিভেদ, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস সবই পাই বেদে।

Chola dynasty statue depicting Shiva dancing as Nataraja Los Angeles County Museum of Art হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

Short Introduction of Sanatan Hinduism প্রকৃতি, সমাজ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সাধনার সন্ধানও মেলে। দুঃখ দারিদ্রও স্মরণ করতে হলে ঋষি বামদেবের কথা বলা যায়। তিনি বলছেন, 'অভাবে কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেয়েছি।' চণ্ডালের পরিত্যক্ত ওই নাড়িভুঁড়ি খেতে হয়েছে ঋষিকে। অর্থাৎ বেদে ক্ষুধা, * অনাহারের কথা বহু বহুবার উচ্চারিত- যা আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বৈদিক সমাজব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ অংশে বর্তমানের সঙ্গে সাযুজ্য আছে।

বেদের পাঁচাত্তরভাগ সূক্তই (শ্লোকসমষ্টি) প্রার্থনা নির্ভর। বাকি পঁচিশ ভাগের মধ্যে বেশ কিছু অংশ উন্নত চিন্তার পরিচায়ক। সে অর্থে, সর্বদিক থেকেই বেদ প্রাচীনকালের অনবদ্য প্রতিরূপ। বেদেই প্রথম ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য চিন্তাধারার বিকাশ। এক কথায় বেদ এক অপরিহার্য উত্তরাধিকার।

অধিকাংশ হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনে অনুসৃত এক মহাকাব্যিক আখ্যান রামায়ণ। রচয়িতা কে ও রচনা-কাল কখন? ডক্টর সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে: রচনাকালের দিক থেকে দেখলে রামায়ণ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় দশকের মধ্যে রচিত; মহাভারত রচনা সম্ভবত শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতক থেকে এবং শেষ হয় খ্রিষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে। অর্থাৎ বুদ্ধের পরের আট বা ন-শ বছরের মধ্যে এ দুটি মহাকাব্য রচিত হয়; এদের মধ্যে মহাভারত আগে শুরু হয়ে পরে শেষ হয়, রামায়ণ পরে শুরু হয়ে আগে শেষ হয়; আগে পূর্ণকলেবর মহাকাব্যের রূপ পায় বলেই সম্ভবত এর নাম আদিকাব্য।

মনে রাখতে হবে, রামায়ণ শেষ হবার কাছাকাছি সময়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে : কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং মনুসংহিতা এই ক্রান্তিকালের রচনা এবং এর কিছু পরেই শুরু হয়ে যায় পুরাণগুলির রচনা। রামায়ণ ও মহাভারতে পরবর্তী সংযোজিত অংশগুলি অভিপৌরাণিক অর্থাৎ পুরাণে প্রতিফলিত যে সামাজিক মূল্যবোধ ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সমাবেশে ভারতীয় ধর্মচিন্তা, তার বিবর্তিতরূপে ক্রমে 'হিন্দুধর্ম' বলে অভিহিত হল, এই অভিপৌরাণিক অংশেই আমরা সেগুলির সাক্ষাৎ পাই।

Lord Krishna and Arjun on the chariot, Mahabharata, 18th-19th Century Art, India, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ ও অর্জুন, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর চিত্রকলা

ম্যাক্সমুলারের মতে, খ্রিষ্টের জন্মের ১০০০ বৎসরেরও পূর্বে রচিত ঋগ্বেদই সমগ্র সভ্য জগতের আদি গ্রন্থ। 'On thing is certain; there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in whole Aryan world that the hymns of the Rig-Veda"? (Maxmuller, The Origin and Growth of Religion)। হিন্দু ধর্মমতে ঈশ্বর ত্রিতাত্ত্বিক। ঈশ্বর সৃষ্টির প্রয়োজনে নিজকে বিভক্ত করে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব হলেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা আর শিব হলেন ধ্বংসকর্তা। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল কিছুর নিয়ন্তা। তিনি শুদ্ধ, অনন্ত, সর্বজ্ঞ, করুণাময়, জ্যোতির্ময়, আনন্দময় ও পরমপবিত্র। তাঁরই নির্দেশে চন্দ্র সূর্য পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীকুলের পোষণ করে থাকে, আগুন উত্তাপ দেয়, জল তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং বাতাস প্রবাহিত হয়।

পৃথিবীতে আমরা প্রকৃতির যে বিস্ময়কর রূপ প্রত্যক্ষ করি, তা ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। প্রাণী জগতের বৈচিত্র্য ঈশ্বরেরই বৈচিত্র্য। তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে ঈশ্বর তার মধ্যে শক্তিরূপে প্রবেশ করেছেন। তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটে মহামারা বা প্রকৃতির মধ্যে। তিনি নিজের আলোতে নিজে প্রকাশিত হন এবং অপরকে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজিত। তিনি অন্তর্যামী। তাঁকে পাবার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে তিনি অধিষ্ঠিত। দেবদেবীগণ হচ্ছেন ঈশ্বরের একক ঐশ্বরিক সত্তার বিভিন্ন রূপক।

গীতায় স্বয়ং ভগবান বলেছেন : 'যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্য।' (৪/১১) অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমি তাকে সেভাবেই ভজনা করে থাকি।

এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা পূর্ণতা লাভ করেছে। এজন্য সৃষ্টিকে রক্ষা বা পূর্ণতা প্রদানের জন্য তাঁকে দেহ ধারণ করে সাকার রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে অবতরণ করতে হয়। এইরূপ ছয়টি স্তরে ঈশ্বরের অবতরণ বা অবতার রূপ আছে। কৃষ্ণ, বামন, নরসিংহ, রাম ঈশ্বরের অবতার রূপ। ঈশ্বরের দুটি লীলা একটি সৃষ্টি লীলা, অপরটি অবতাররূপে মধুর খেলা। সৃষ্টির ধ্যানে ঈশ্বর যখন মগ্ন থাকেন, তখন তিনি নিরাবয়ব। সৃষ্টি আরম্ভ হলেই তিনি সাকার হন ও দেহ ধারণ করেন। তখনই দেহধর্ম পালনের জন্য জন্ম ও মৃত্যু অবধারিত হয়।

এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অধর্ম ও দুর্জনের বিনাশের জন্য দ্বাপর যুগে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বসুদেব ও দেবকীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর ও ভগবান সমার্থক হওয়ায় কৃষ্ণকে ভগবান ডাকা হয়। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ চরিত্রটি খুবই বৈচিত্র্যময়। ঈশ্বর হয়েও মানুষের প্রয়োজন তিনি দেহ ধারণ করেছিলেন। মানুষের মাঝে আদর্শ পুরুষের প্রতিভূরূপে তাঁর জীবন বিধৃত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের ১০৮টি নাম। মানুষের জন্য তিনি যে ধর্ম দিয়েছেন তা রক্ষার জন্য মানুষের দেহ ধারণ করে তিনি পৃথিবীতে বারবার আসেন। মূলত যোগ, কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি- এ চারটিই হিন্দু ধর্মের পথ। কর্ম হিসেবে সকাম এবং নিষ্কাম এ দুভাগে বিভক্ত। সকাম ভোগের পথ, আর নিষ্কাম ত্যাগের পথ। ভোগ হল প্রবৃত্তি মার্গ আর ত্যাগ হল নিবৃত্তি মার্গ। ঋগ্বেদে একাধিক দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া গেলেও অতি প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। তবে বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগের এ ধর্মে বহু দেব-দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

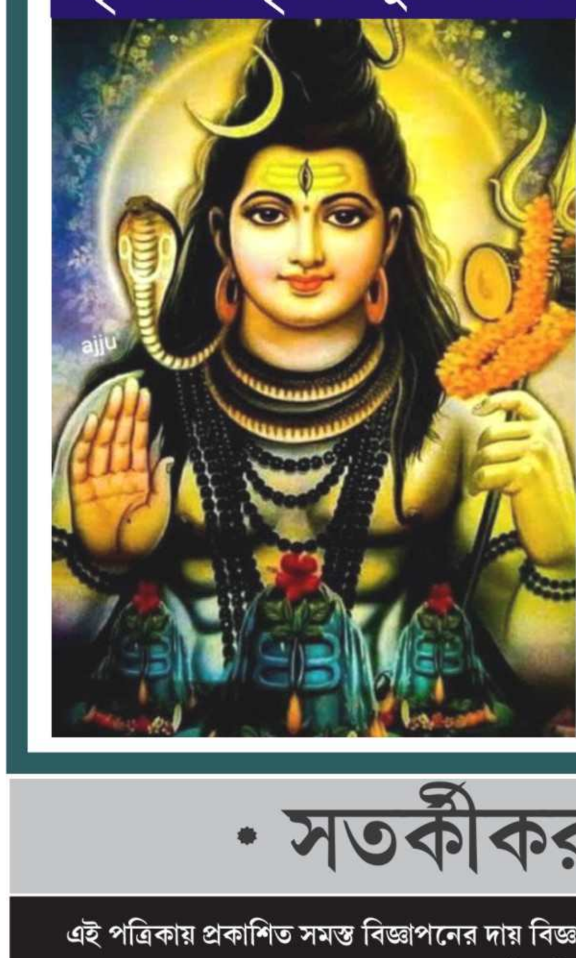

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেই কারনে কাশ্মীরে লেখা হয় শিবসূত্র। দক্ষিণে রাবণ ছিলেন শিবের উপাসক। বিষ্ণুভক্ত আড়বারদের মত শৈব নায়নার গোষ্ঠী শিবভক্তিতে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের মত উচ্চনীচ ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয়। তামিল ভাষায় রচিত হয় ভক্তিবাদী 'দেবারম্ স্তোত্র'। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় হয় শৈব দর্শন অনুসরণকারী। দক্ষিণী আগম শাস্ত্রের মত শিব পুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ রচিত হয়েছে উত্তর ভারতে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর cinema TV

এবার শহিদ-মীরার সংসারে অশান্তির সুর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : তারকাদের সংসারে অশান্তি, বিয়ে ভাঙার খবর এসব নতুন কিছু নয়। মাঝে মধ্যেই এমন খবরে উত্তাল হয়ে ওঠে নেটদুনিয়া। ব্যক্তিগত জীবনে ১৩ বছরের ছোট মীরা রাজপুতকে বিয়ে করেন বলিউড অভিনেতা শহিদ কাপুর। ইতোমধ্যে নয় বছর সংসার করে ফেলেছেন তারা। তবে এবার নাকি শহিদ-মীরার সংসারে বাজছে অশান্তির সুর।

এমন খবর চারদিক ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন শহিদের ভক্তরা। তবে কি সত্যিই ভেঙে যাবে শহিদ-মীরার সংসার? এমন প্রশ্ন রীতিমতো রহস্যের জট বেঁধেছে এই তারকার ভক্তদের মনে।

বিগত ৯ বছরে শহিদ-মীরার দাম্পত্য জীবন যে আরও গভীর হয়েছে, সেটা তাদের ইনস্টাগ্রামের পোস্ট দেখলেই বোঝা যায়। তবে সেই মীরা-শহিদের সংসারে নাকি নিত্য অশান্তি লেগেই রয়েছে। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন শহিদ।

বাস্তব জীবনেও কি তেমন কোনো কারণেই অশান্তি স্ত্রীয়ের সঙ্গে? উত্তরটা হল না, দু'জনের মধ্যে অশান্তির কারণ মূলত ফোন।

সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে শহিদ বলেন, প্রায়ই মীরা আমাকে অভিযোগ কল্পে ওর জন্য নাকি সময় নেই আমার। এ দিকে ও নিজেই বেশির ভাগ সময় নিজের ফোনে ব্যস্ত থাকে। আর প্রতিবারই মীরার সঙ্গে এটা নিয়ে ঝগড়া করি আমি।

অভিনেতা আরও বলেন, ও যখনই বলে ওকে সময় দিচ্ছি না, আমি আমার ফোন সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়ে রাখি। কিন্তু ও তারপরও ১৫ মিনিট ধরে ফোন ঘাঁটবে। এরপরে যখন ও আমার দিকে তাকায় এবং জিজ্ঞেস করে কী হলো? তখন আমি পাল্টা বলি, কিছুই না। আমার জন্য তোমার কাছে সময় নেই।

মূলত রাগ-ঝগড়া আর খুনসুটিতেই সফলভাবে নিজেদের দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রেখেছেন শহিদ-মীরা। তাই এই তারকা দম্পতির ভক্তদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। কারণ শহিদ-মীরার খুনসুটির এই ঝগড়া আসলে তাদের ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

প্রসঙ্গত, শিগগিরই মুক্তি পাবে শহিদ অভিনীত সিনেমা 'তেরি বাতোঁ মে উলঝা জিয়া'। সিনেমায়ব প্রথমবারের মতো কৃতি শ্যাননকে দেখা যাবে তার বিপরীতে। এমনিতেই পর্দায় নায়িকাদের সঙ্গে শহিদের রসায়ন নজর কাড়ে দর্শকদের। এক সময় ওচকলেটহিরেহ্র তকমা পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু 'কবীর সিংহ'-এ অভিনয়ের পর সেই ভাবমূর্তি বদলে গেছে। কারন সিনেমায় অবশ্য প্রেমিকার উপর খবরদারি করা স্বভাব ছিল শহিদের চরিত্রে।

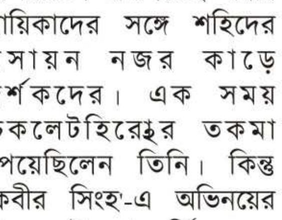

তৃপ্তির নতুন প্রেমিক কে?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার 'অ্যানিম্যাল' ছবিতে স্বল্প উপস্থিতিতেই নজর কেড়েছেন তৃপ্তি দিমরি। যদিও তৃপ্তি কিন্তু শোবিজ দুনিয়ায় কাজ করছেন ২০১২ সাল থেকে। 'লায়লা মজনু' ছবির হাত ধরে রুপালি সফর শুরু করেছিলেন তিনি, এরপর 'বুলবুল', 'কলা'-র মতো ওটিটি অরিজিন্যাল ফিল্মে নিজের অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। এবার তিনি বিয়ে ফাঁস করলেন নিয়ে পরিকল্পনা। বছর খানেক আগেও অভিনেত্রী অনুশকা শর্মার ভাইবউ হওয়ার কথা ছিল তৃপ্তির, অনুশকার ভাই কর্ণেশ শর্মাকে ডেট করেছেন তৃপ্তি। তবে ২০২৩-এ ভেঙে যায় তাদের প্রেম। এরপর ব্যবসায়ী স্যাম মার্চেন্টের সঙ্গে তৃপ্তির প্রেমের গুঞ্জন শোনা গিয়েছে। বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন রাখা হলে অভিনেত্রী সটান জানান, আপতত কাজেই মন তার। কাজ ছাড়া অন্য কিচ্ছু ভাবছেন না। কিন্তু কেমন বর চান তিনি? হবু বরের মধ্যে একটাই গুণ থাকা চাই। তৃপ্তি জানান, তাকে একজন ভালো মনের মানুষ হতে হবে, আর কিচ্ছু চাই না।

২৯ বছর বয়সী অভিনেত্রীর সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ার্সের সংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকে অ্যানিম্যাল মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই। সিনেমায় জোয়ার চরিত্রে দেখা গিয়েছে তাকে। রোজ সোশ্যালে হাজারো প্রেম প্রস্তাব পাচ্ছেন তৃপ্তি। ২০২২ সালে কার্ণেশ শর্মার সঙ্গে আদরমাখা ছবি পোস্ট করে প্রেমে সিলমোহর দিয়েছিলেন তৃপ্তি। কিন্তু মাস কয়েক যেতে না যেতেই ছন্দপতন। পথ আলাদা হয় দু'জনের।

ওদিকে গত মাসেই স্যাম মার্চেন্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরা দেন তৃপ্তি। একাধিক রেস্তোরাঁ আছে স্যামের। বলিউড তারকাদের সঙ্গে বেশ ওঠাবসা তার।

অবশেষে মুক্তি পেতে যাচ্ছে জয়ার 'পেয়ারার সুবাস'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নন্দিত অভিনেত্রী জয়া আহসান। বেশ আয়োজন করে ছয় বছর আগে তিনি অভিনয় করেছিলেন নুরুল আলম আতিকের 'পেয়ারার সুবাস' সিনেমায়। এবার সব জটিলতা কাটিয়ে দর্শকের সামনে আসতে সিনেমাটি আসছে ৯ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে। এমনটা জানিয়েছেন পরিচালক নিজেই।

নির্মাতা নুরুল আলম আতিক বলেন, 'সিনেমাটির শুটিং বেশ আগে থেকেই শুরু হয়েছে।কাজটি করতেও লম্বা সময় চলে গেছে। তা ছাড়া নির্মাণপ্রক্রিয়ায় কিছু জটিলতা থাকার কারণে মুক্তিতে এত সময় লেগে গেছে।'

সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন- জয়া আহসান, তারিক আনাম খান, আহমেদ রুবেল, দিহান, সুষমা সরকার, মাহমুদ, নূর ইমরান মিঠু, মশিউল আলম, জয়িতা মহালনবিশ, আঁখি আফরোজসহ অনেকেই।

'পেয়ারার সুবাস' সিনেমার চিত্রগ্রহণে ছিলেন আয়ান রেহাল, সম্পাদনায় সজল, সাউন্ডে সুকান্ত মজুমদার আর মিউজিক করেছেন রাশিদ শরীফ শোয়েব।

আতিকের 'ডুবসাঁতার' দিয়েই চলচ্চিত্রে অভিষেক হয়েছিল জয়ার। এ জুটির 'বিকল পাখির গান' নামে একটি টেলিছবি এখনো প্রশংসিত সিনেপ্রেমীদের কাছে। আতিকের সর্বশেষ চলচ্চিত্র 'লাল মোরগের ঝুঁটি'। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে 'মানুষের বাগান' নামে তার সিনেমা।

গত বছরের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ৪৫তম 'মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এর মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে অংশ নিয়েছিল 'পেয়ারার সুবাস'। যেই বিভাগে গোটা বিশ্ব থেকে মাত্র ১২টি ছবি স্থান পেয়েছিল। পুরস্কার না পেলেও জয়া অভিনীত ছবিটি ইতিবাচক সাড়া পেয়েছিল।

সুরিয়ার সঙ্গে 'সংসার ভাঙার' গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুললেন জ্যোতিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০০৬ সালে ভালোবেসে ঘর বাঁধেন ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় তারকা দম্পতি সুরিয়া ও জ্যোতিকা। তাদের ১৮ বছরের সংসারে রয়েছে এক কন্যা ও এক পুত্র। মুম্বাইয়ে জন্ম ও বেড়ে ওঠা জ্যোতিকার। বিয়ের পর চেন্নাইয়ে পাড়ি জমান। স্বামী-সন্তানদের নিয়ে চেন্নাইয়ে বসবাস করে আসছিলেন জ্যোতিকা। সম্প্রতি সন্তানদের নিয়ে মুম্বাইয়ে পাড়ি জমিয়েছে তিনি। এরপরই তার সংসার ভাঙার গুঞ্জর চাউর হয়।

ভারতের একাধিক সংবাদমাধ্যম সুরিয়া-জ্যোতিকার সংসার ভাঙার খবর প্রকাশ করেছে। বিষয়টি নিয়ে যখন জোর চর্চা চলছে, ঠিক তখন নীরবতা ভাঙলেন জ্যোতিকা। জ্যোতিকা বলেন, 'আসলে, বিয়ের পর সিনেমা থেকে দূরে ছিলাম। ২০১৫ সালে অভিনয় ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছি। অনেক সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পাচ্ছি, সেখানে বলিউডের দুটো সিনেমাও রয়েছে। এজন্য মুম্বাইয়ে পুনরায় বসবাস শুরু করেছি। যাতে করে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সিনেমার কাজ ও ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা ঠিক থাকে।'

গত বছর মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকায় মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয়ে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেন সুরিয়া-জ্যোতিকা। টাইমস অব ইন্ডিয়া এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকায় ফ্ল্যাট কিনেছেন সুরিয়া-জ্যোতিকা দম্পতি। ৯ হাজার স্কয়ার ফুটের এ ফ্ল্যাট ৭০ কোটি রুপি (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯১ কোটি টাকার বেশি) মূল্যে কিনেছেন তারা।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে 'পুভেল্লাম কেট্টুপার' সিনেমার শুটিংয়ে জ্যোতিকার সঙ্গে সুরিয়ার প্রথম দেখা। একসঙ্গে কয়েকটি ছবিতে অভিনয়ের পর ভালো বন্ধু হয়ে ওঠেন তারা। পরে 'কাখা কাখা' ছবিতে অভিনয়ের সময় পরস্পরের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। সিনেমার শুটিং শেষেই বাগদানের পরিকল্পনা করেন তারা। অনেকটা গোপনেই বাগদান সারেন। ২০০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তারা।

এক সিনেমায় শাহরুখ-যশ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'কেজিএফ' দিয়ে দক্ষিণী সিনেমার গণ্ডি পেড়িয়ে গোটা ভারতজুড়েই জনপ্রিয়তা পেয়েছেন অভিনেতা যশ। তবে এবার শোনা গেল, বলিউডে নিজের জায়গা প্রতিষ্ঠিত করতে চান এই তারকা। যে কারণে শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজের আগ্রহ দেখিয়েছেন তিনি। খবর-হিন্দুস্তান টাইমসের। নীতিশ তিওয়ারির রামায়ণে রাবণের চরিত্রে দেখা যাবে যশকে। কন্নড় অভিনেতা সেই ছবির কাজ শুরুর আগেই নাকি আরও একটি বলিউড প্রজেক্টে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অ্যাকশনধর্মী এই সিনেমায় শাহরুখের নামও শোনা যাচ্ছে। বলিউড সূত্রের খবর, কেজিএফ ফ্র্যাঞ্চাইজির ছবিগুলো সাফল্য পাওয়ার পর হিন্দি দর্শকদের মধ্যেও যশের জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছে, ভক্ত সংখ্যা বেড়েছে। আর সেজন্যই তিনি বলিউডে নিজের পরিধি আরও বাড়াতে চাইছেন।

একই সঙ্গে যশ জানিয়েছেন, কেজিএফের পরবর্তী ভাগ এবং রামায়ণের কাজ নিয়ে তিনি ইতোমধ্যেই বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন। তবে এই ব্যস্ততা কমাতে চান না। এখানেই থামতে চান না। বলিউডে নিজের দ্বিতীয় প্রজেক্টও চূড়ান্ত করে ফেলেছেন।

জানা গেছে, এটি একটি অ্যাকশন প্রজেক্ট। রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্টের সঙ্গে যে প্রজেক্ট নিয়ে অভিনেতার কথাবার্তা চলছে। এছাড়া অভিনেতা নিজেই জানিয়েছেন, তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করতে চান। সূত্র আরও বলছে, শাহরুখ খানের সঙ্গে যশের কাজের বিষয় নিয়ে চর্চা চলছ। দুই অভিনেতাও একে অন্যের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যেহেতু দুই ইন্ডাস্ট্রির বৃহৎ দুই তারকা একসঙ্গে কাজ করবেন, সে কারণে তারা একটি দূর্দান্ত স্ক্রিপ্টের অপেক্ষা করছেন। কারণ শাহরুখ-যশ কেউ চান না, তাদের একসঙ্গে প্রথম কোনো কাজ ভক্তদের হতাশ করুক।

যশ বর্তমানে ব্যস্ত আছেন 'রামায়ণ' সিনেমার জন্য। নির্মাতা নীতিশ তিওয়ারির এই ছবির জন্য ১০০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছেন অভিনেতা, এমনটাই শোনা যাচ্ছে। এই সিনেমায় রাবণ চরিত্রে থাকবেন যশ। অন্যদিকে রামের ভূমিকায় থাকবেন রণবীর কাপুর এবং সীতা হবেন সাই পল্লবী।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং:

বড় লাফ শামারের, উন্নতি ইংল্যান্ডের অলি পোপের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিজবেন টেস্টে শামার জোসেফের অসাধারণ বোলিংয়ের ছাপ পড়েছে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে। এই সংস্করণের বোলারদের তালিকায় বড় লাফ দিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের নতুন পেস তারকা। আর ভারতের বিপক্ষে চোখধাঁধানো এক ইনিংস খেলে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে উন্নতি করেছেন ইংল্যান্ডের অলিভার পোপ। পুরুষ ক্রিকেটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ ৩১ জানুয়ারি) প্রকাশ করে আইসিসি। টেস্ট বোলারদের মধ্যে ৪২ ধাপ এগিয়ে ৫০তম স্থানে উঠেছেন শামার। আর পোপের অগ্রগতি ২০ ধাপ, আছেন ১৫ নম্বরে। দিবা-রাত্রির টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ক্যারিবিয়ানদের ৮ রানে জয়ের নায়ক শামার। পায়ের অগ্রভাগের চোটের সঙ্গে লড়াই করে, ব্যথানাশক ইনজেকশন নিয়ে এক স্পেলেই প্রতিপক্ষের ব্যাটিং গুঁড়িয়ে দেন ২৪ বছর বয়সী পেসার। দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেট নিয়ে ২১৬ রান তাড়ায় স্বাগতিকদের ২০২ রানে গুটিয়ে দেন তিনি। ২১ বছর পর দলটির বিপক্ষে টেস্ট জয়ের স্বাদ পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই পারফরম্যান্সে ম্যাচ সেরা তো বটেই, সিরিজ সেরার পুরস্কারও জেতেন শামার। এবার এগোলেন তিনি র‍্যাঙ্কিংয়েও। শামারের দুই সতীর্থ কেমার রোচ (দুই ধাপ এগিয়ে ১৭তম) ও আলজারি জোসেফেরও (চার ধাপ এগিয়ে ৩৩তম) উন্নতি হয়েছে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৬ উইকেট নেওয়া ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন শীর্ষস্থান আরও মজবুত করেছেন। সমান সংখ্যক উইকেট নিয়ে এক ধাপ এগিয়ে চতুর্থ স্থানে ভারতের জাসপ্রিত বুমরাহ। অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স তিনে নেমে যাওয়ায় দুইয়ে উঠে গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা। হায়দরাবাদ টেস্টে ভারতের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১৯০ রানে পিছিয়ে থাকার পর ২৮ রানের অবিশ্বাস্য জয় পায় ইংল্যান্ড পোপের সৌজন্যে। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৬ রানের চমৎকার এক ইনিংস খেলেন তিনি। যার সুবাদে ক্যারিয়ার সেরা ৬৮৪ রেটিং পয়েন্ট পেয়েছেন ইংলিশদের সহ-অধিনায়ক। টেস্ট ব্যাটসম্যানদের মধ্যে প্রথম তিন স্থানে আসেনি কোনো পরিবর্তন; যথাক্রমে আছেন নিউ জিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন, ইংল্যান্ডের জো রুট ও অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ। গ্যাবায় ফিফটি করে দুই ধাপ এগিয়ে অষ্টম স্থানে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার উসমান খাওয়াজা। ইংলিশ ওপেনার বেন ডাকেট পাঁচ ধাপ উন্নতি করে এখন ২২ নম্বরে। টেস্ট অলরাউন্ডারদের মধ্যে আগের মতোই শীর্ষে ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা। এক ধাপ এগিয়ে চারে উঠেছেন রুট।

আলভারেস জাদুতে দাপুটে জয় ম্যান সিটির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিজের জন্মদিনের সন্ধ্যাটা কী দারুণভাবেই না রাঙালেন হুলিয়ান আলভারেস। ম্যাচের শুরুর দিকে দুবার জালে বল পাঠিয়ে দলকে পথ দেখালেন তিনি। লিগ টেবিলের অবনমন অঞ্চলের দল বার্নলিকে অনায়াসে হারিয়ে জয়ের ধারা ধরে রাখল ম্যানচেস্টার সিটি। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ৩১ জানুয়ারি রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ৩-১ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। তাদের তৃতীয় গোলটি করেন রদ্রি। জয়ের পাশাপাশি সিটির জন্য ম্যাচটি বিশেষ আরও একটি কারণে। চোটের ধাক্কায় দীর্ঘদিন বাইরে থাকার পর এই ম্যাচ দিয়ে ফিরলেন আর্লিং হলান্ড। গত অগাস্টে এই বার্নলিকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েই শিরোপা ধরে অভিযান শুরু করেছিল গুয়ার্দিওলার দল।

ম্যাচের শুরুটা দুর্দান্ত হয় টানা তিনবারের লিগ চ্যাম্পিয়নদের। আলভারেসের জোড়া গোলে শুরুতেই নিয়ন্ত্রণ পেয়ে যায় তারা। প্রথম গোলের দেখা মেলে ষোড়শ মিনিটে। সতীর্থের পাস ধরে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন মাথেউস নুনেস। সঙ্গে লেগে থাকা ডিফেন্ডারকে প্রথম প্রচেষ্টায় পরাস্ত করতে পারেননি তিনি, অবশ্য বার্নলির ওই খেলোয়াড়ও পারেননি বল ক্লিয়ার করতে। সেই সুযোগে বল ধরে ছয় গজ বক্সে ক্রস বাড়ান নুনেস এবং নিখুঁত হেডে দলকে এগিয়ে নেন আলভারেস।

ছয় মিনিট পর কেভিন ডে ব্রুইনের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়ায় ব্যবধান বাড়ান আলভারেস। ডি-বক্সের বেশ বাইরে ফ্রি কিক পায় সিটি। বক্সে ডান দিকে ফাঁকা দেখে সেদিকে নিচু করে বল বাড়ান বেলজিয়ান প্লেমেকার, আর ছুটে গিয়ে কোনাকুনি শটে আগুয়ান গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

বিরতির আগে ব্যবধান কমানোর ভালো একটি সুযোগ পায় বার্নলি। তবে বক্সে জায়গা তৈরি করেও লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন ফরোয়ার্ড লাইল ফস্টার। বিরতির পর খেলা শুরু হতেই তৃতীয় গোল পেয়ে যায় সিটি। এই অর্ধের ২৪তম সেকেন্ডে ফিল ফোডেনের পাস বক্সের বাইরে পেয়ে শট নেন রদ্রি, বল সামান্য বাঁক খেয়ে কাছের পোস্ট দিয়ে জালে জড়ায়।

নির্ধারিত সময়ের ২০ মিনিট বাকি থাকতে ডে ব্রুইনেকে তুলে নেন সিটি কোচ। তার জায়গায় প্রায় দুই মাস পর মাঠে নামেন হলান্ড, দর্শকরা তুমুল করতালিতে তাকে স্বাগত জানায়। ৮৩তম মিনিটে বক্সে ভালো পজিশনে বল পেয়েছিলেন হলান্ড। কিন্তু শটই নিতে পারেননি তিনি। দুই মিনিটের মধ্যে আবার সুযোগ আসে, কিন্তু এবার গোলমুখে তিনি পারেননি হেড করতে। যোগ করা সময়ে একটি গোল শোধ করেন আল দাখিল। তবে তা সিটির জয়ের পথে কোনো বাধা হতে পারেনি। লিগে টানা চতুর্থ জয় পেল সিটি, টানা অপরাজিত রইল ছয় ম্যাচে। ২১ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে তারা। ২২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ১৯ নম্বরে বার্নলি।

চেলসিকে হারিয়ে

শীর্ষস্থান মজবুত করল লিভারপুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ম্যাচজুড়ে আক্রমণের ঝড় তুলল লিভারপুল। প্রথমার্ধে দুই গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া দলটি বিরতির পর জালের দেখা পেল আরও দুবার। চেলসিকে অনায়াসে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে অবস্থান সংহত করল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল।

ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে বুধবার রাতে লিগ ম্যাচে ৪-১ গোলে জিতেছে লিভারপুল।

স্বাগতিকদের হয়ে একটি করে গোল করেন দিয়োগো জটা, কনর ব্র্যাডলি, দমিনিক সোবোসলাই ও লুইস দিয়াস। সফরকারীদের একমাত্র গোলটি করেন ক্রিস্তোফা এনকুনকু।

ব্যবধান বাড়তে পারত আরও। পেনাল্টি মিস করেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড দারউইন নুনেস। এ ছাড়া তার আরও তিনটি প্রচেষ্টা বাধা পায় পোস্ট কিংবা ক্রসবারে। দারুণ কিছু সেভ করেন চেলসির গোলরক্ষক জর্জি পেত্রোভিচ।

প্রিমিয়ার লিগে এই দুই দলের মুখোমুখি টানা পাঁচ ম্যাচ ড্রয়ের পর অবশেষে জিতল কোনো দল।

মৌসুম শেষে ক্লপের কোচের পদ ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পর প্রিমিয়ার লিগে প্রথমবার মাঠ নামল লিভারপুল। দলটির কোচ হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে ২০০তম জয়ের স্বাদ পেলেন ক্লপ।

এই জার্মান কোচ মাইলফলকটি স্পর্শ করলেন ৩১৮তম ম্যাচে। তার চেয়ে কম ম্যাচে প্রিমিয়ার লিগে ২০০তম জয়ের স্বাদ পেয়েছেন কেবল ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা, ২৬৯ ম্যাচ।

'বিতর্কের' মধ্যেই আবারও

বিপিএলে ফিরছেন শোয়েব মালিক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের দশম আসরে খেলতে আবারও বরিশাল ফরচুনে ফিরছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিক। আগামী শুক্রবার দলের সাথে তিনি যোগ দেবেন বলে বরিশাল ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। হঠাৎ করে বরিশাল ছাড়ার আগে দলের হয়ে প্রথম তিন ম্যাচে খেলেছিলেন মালিক। ওই তিন ম্যাচে ব্যাট হাতে ২৯ রান এবং বোলিংয়ে মাত্র ১টি উইকেট নেন তিনি।

টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ও তৃতীয় বিয়ে করার কারণে বিপিএলের শুরু থেকেই শিরোনামে ছিলেন মালিক। গত ২২ জানুয়ারি খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে ম্যাচে বোলিংয়ে তিনটি নো বল করে বিতর্কের রেশ আরও বাড়িয়ে দেন তিনি।

অফ-স্পিনার হিসেবে টানা তিন ডেলিভারিতে পায়ের নো-বল করায়, মালিকের বিপক্ষে ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটা করার গুঞ্জন উঠে। অনেকে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ইঙ্গিতও করেন। সেই বিতর্কের মধ্যে হঠাৎ করে দুবাই যান মালিক এবং নিজের এজেন্টের মাধ্যমে বিপিএল খেলতে বাংলাদেশে ফিরবেন না বলে নিশ্চিত করেন তিনি। মালিকের এমন সিদ্ধান্তে সন্দেহের মাত্রা বেড়ে যায়। তবে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের বিষয়টি উড়িয়ে দেন বরিশাল ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকপক্ষ।

ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে অভিযোগের বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে একটি বিবৃতি দেন মালিক। ফ্র্যাঞ্চাইজিও একটি ভিডিওর মাধ্যমে জানায়, মালিকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই তাদের।

বিবৃতিতে মালিক বলেছিলেন, 'সম্প্রতি ফরচুন বরিশালের হয়ে খেলার সময় আমাকে নিয়ে ওঠা গুজবের ইতি টানতে চাই, শেষ করতে চাই। আমাদের দলের অধিনায়ক তামিম ইকবালের সাথে আলোচনা করেছি এবং আমরা একত্রে দলকে সামনে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছি। দুবাইতে পূর্বনির্ধারিত ব্যস্ততার জন্য আমাকে বাংলাদেশ ছাড়তে হয়েছিল।'

তিনি আরও বলেছিলেন, 'ফরচুন বরিশালের আসন্ন ম্যাচের জন্য আমার শুভকামনা রইল। প্রয়োজনে আমি আবারও দলকে সহায়তা করতে তৈরি আছি। আমি সবসময় ম্যাচ খেলে আনন্দ পেয়েছি এবং এটি অব্যাহত রাখব।'

এদিকে, মালিকের পরিবর্তে তার স্বদেশী আহমেদ শেহজাদকে দলে ভিড়িয়েছে বরিশাল। গত দুই ম্যাচে ৩৬ ও ৬৬ রান করেন শেহজাদ।

ইনজুরিতে ছিটকে গেলেন রোনালদো,

মুখোমুখি হচ্ছেন না মেসির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ম্যাচটার শিডিউল যখন ঠিক করা হয়েছিলো, তখন থেকে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনার শেষ নেই। আবারও মেসি-রোনালদো দ্বৈরথ দেখতে পাওয়ার মত সুখ ফুটবলেপ্রেমীদের আর থাকতে পারার কথা নয়।

কিন্তু আল নাসরের হয়ে খেলতে গিয়ে কয়েকদিন আগেই ইনজুরির শিকার হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তখনই শঙ্কাটা দানা বেধে ওঠে, তবে কী রোনালদো-মেসি দৈরথটা হচ্ছে না!

শেষ পর্যন্ত সে শঙ্কাই সত্যি হয়ে গেলো। আগামীকাল বৃহস্পতিবার আল নাসরের বিপক্ষে ইন্টার মিয়ামির যে প্রীতি ম্যাচ রয়েছে, সেখানে খেলতে পারবেন না রোনালদো। ইনজুরির কারণে এই ম্যাচ থেকে ছিটকে গেছেন তিনি। আল নাসরের পক্ষ থেকেই এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। আল নাসরের প্রধান কোচ লুইস কাস্ত্রো বুধবার জানিয়েছেন, পুরোপুরি ফিট না থাকার কারণে দলের সঙ্গে অনুশীলনও করতে পারেননি রোনালদো। যে কারণে, ইন্টার মিয়ামির সঙ্গে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি। ব্যক্তিগত অন্য অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেবেন শুধু তিনি।

অর্থ্যাৎ, দুই দলের পারস্পরিক সম্ভাষণ বা কুশল বিনিময়ে হয়তো মেসি-রোনালদোর দেখা হবে। কিন্তু মাঠের দ্বৈরথ আর দেখা যাবে না।

এই ম্যাচটাকে বলা হচ্ছিলো 'দ্য লাস্ট ড্যান্স'। অর্থ্যাৎ, ফুটবল বিশ্বের সেরা এই দুই তার সর্বশেষ মুখোমুখি হওয়ার ম্যাচ। কিন্তু সেটা আর হলো না। লাস্ট ড্যান্স দেখতে পাচ্ছেন না ফুটবলপ্রেমীরা। কারণ, দুই ফুটবলারই ক্যারিয়ারের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন। আবার তারা মুখোমুখি হতে পারেন, সে সম্ভাবনা নেই।

ওসাসুনাকে হারিয়ে জয়ের পথে ফিরল বার্সেলোনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শুরু থেকে আক্রমণে আধিপত্য করলেও জালের দেখা পেতে ভুগছিল বার্সেলোনা। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামার পরপরই দলকে কাঙ্ক্ষিত গোল এনে দিলেন ভিতর খক। তরুণ এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের গোলটিই শেষ পর্যন্ত গড়ে দিল ব্যবধান। ওসাসুনাকে হারিয়ে জয়ের পথে ফিরল শাভি এর্নান্দেসের দল।

ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ৩১ জানুয়ারি রাতে লা লিগার ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে শিরোপাধারীরা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা দুই হারের পর জয়ের স্বাদ পেল বার্সেলোনা। লিগে গত রাউন্ডে ভিয়ারেয়ালের বিপক্ষে ৫-৩ গোলে হারের পর সবাইকে অবাক করে দিয়ে শাভি জানান, মৌসুম শেষে দায়িত্ব ছাড়বেন তিনি। তারপর প্রথমবার মাঠে নামল কাতালান দলটি।

পঞ্চম মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় বার্সেলোনা। বক্সের বাইরে থেকে উড়িয়ে মেরে হতাশ করেন জোয়াও ফেলিক্স। দুই মিনিট পর বড় ধাক্কা খায় তারা। হ্যামস্ট্রিং চোটে স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড ফেররান তরেস মাঠ ছাড়েন চোখে জল নিয়ে। বদলি নামেন ফেরমিন লোপেস। একাদশ মিনিটে আরেকটি সুযোগ আসে স্বাগতিকদের সামনে। ইলকাই গিনদোয়ানের ক্রসে বক্সে লাফিয়ে রবের্ত লেভানদোভস্কির নেওয়া হেড পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়।

প্রথমার্ধে খুব বেশি পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারেনি বার্সেলোনা। অল্প যে কয়েকটি সুযোগ তারা পায়, সেগুলোও কাজে লাগাতে পারেনি। জুল কুন্দের হেড ও লোপেসের হাফ-ভলি উড়ে যায় ক্রসবারের ওপর দিয়ে।

লোপেসকে তুলে ৬২তম মিনিটে নামানো হয় খককে। পরের মিনিটে ম্যাচে নিজের প্রথম স্পর্শেই দলকে এগিয়ে নেন ১৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার। কানসেলোর ক্রসে কাছ থেকে হেডে গোলটি করেন তিনি। বার্সেলোনার জার্সিতে ৬ ম্যাচে তার প্রথম গোল এটি। গোল হজমের চার মিনিট পর আরেকটি ধাক্কা খায় ওসাসুনা। খককে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার উনাই গার্সিয়া। ৭২তম মিনিটে সফরকারীদের বক্সে খক পড়ে গেলে পেনাল্টির জোরাল আবেদন করেন বার্সেলোনার খেলোয়াড়রা, তবে রেফারির সাড়া মেলেনি।

৭৬তম মিনিটে সমতা টানার সুবর্ণ সুযোগ হারায় ওসাসুনা। রুবেন গার্সিয়ার পাস বক্সে পাওয়া রাউল গার্সিয়ার সামনে একমাত্র বাধা ছিল গোলরক্ষক, কিন্তু শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

তিন মিনিট পর লেভানদোভস্কি বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। শেষ দিকে কানসেলোর শট গোলরক্ষক ফিরিয়ে দেওয়ায় ব্যবধান বাড়েনি।

২২ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে বার্সেলোনা। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। ২২ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে মৌসুমের চমক জিরোনা। ২৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বাদশ স্থানে আছে ওসাসুনা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR